যুগান্তর

16 OCT 2017

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলবে নিজের টাকায়

মুসতাক আহমদ

সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত হওয়ায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বশাসন সীমিত হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত অর্থে স্বশাসিত হতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। এজন্য এগুলোকে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি করতে হবে। তাই টিউশনসহ অন্যান্য ফি বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই, সমাজের বিত্তশালী এবং কর্পোরেট জগৎ থেকে অনুদান নেয়ার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা যেতে পারে। উচ্চশিক্ষার প্রস্তাবিত কৌশলপত্রে এ সাজেশন বাতলানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কৌশলপত্রে বলা হয়, 'স্বশাসন একাডেমিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ধরনের হতে পারে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বঅর্থায়ন বা নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বশাসন উপভোগ করতে পারে। অধিকন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও সরকারি অর্থায়নে চলছে। যা তাদের স্বায়ত্তশাসনের একটি সীমা নির্ধারণ করে। প্রকৃত অর্থে স্বশাসিত হতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। সুতরাং যতটা সম্ভব এগুলোকে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে।'

সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলের অনুগামী হবে না ছাত্র রাজনীতি

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ২০০৬ সালের কৌশলপত্রে যেসব প্রস্তাবনা ছিল, তার সঙ্গে যুগোপযোগী নতুন কিছু দিক যুক্ত করা হয়েছে। তবে কৌশলপত্রে যা আছে, তা এখন পর্যন্ত প্রস্তাব পর্যায়ে আছে। এর মধ্যে যা ভালো এবং ইতিবাচক তা অংশীজনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত হবে।

প্রস্তাবিত কৌশলপত্রে বলা হয়, ঐতিহাসিকভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জনবল এবং এস্টাবলিশমেন্ট ব্যয়, একাডেমিক উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম বিবেচনায় নিয়ে সরকারি অর্থ বরাদ্দ ও বণ্টন হচ্ছে। এর পরিবর্তে 'পারফরমেন্স বেইসড ফান্ডিং' (পিবিএফ) করা যায়। এক্ষেত্রে ভর্তি, কোর্স ও ডিগ্রি সম্পন্ন করা, ড্রপআউট ইত্যাদি পিবিএফের বিবেচনায় নেয়া যায়। এটা অধিক বাস্তবসম্মত ও সন্তোষজনক হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে কৌশলপত্রে আরও বলা হয়, যদি আউটকামস বা আউটপুট (ফলাফল বা উৎপাদনশীলতা) মডেলের ওপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তাহলে ৯৯ শতাংশের হারকে একটি এক্সিলেন্স হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ ধরনের এক্সিলেন্স দেখানো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দ দ্বিগুণ করতে হবে। সরকারের তহবিলের বাইরে বিভিন্ন দেশে শিক্ষা-দক্ষতাকে তহবিল-সৃষ্টির বিকল্প উৎস হিসেবে দেখা হয়। দক্ষতার উন্নয়নকে রিসোর্স অপচয় রোধের উপায় হিসেবে দেখা হয়। যা অতিরিক্ত রিসোর্স সৃষ্টির সূচনার মাধ্যমে সঞ্চয়ের দিকে নিয়ে যায়।

এতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল সৃষ্টিতে অ্যালামনাই একটা মাধ্যম হতে পারে। যেসব অ্যালামনাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহায়তা করবে, তাদের ট্যাক্স-সুবিধা বা বিশেষ স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রিসোর্স তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বড় শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে যেতে পারে। এটাকে বলা হয় 'এনডোমেন্ট' তহবিল। ২০১৫ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এ তহবিলে ৩৭ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে বলে এতে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, 'নিজেদের অর্থে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলবে— এটা অবাস্তব ও অকল্পনীয় প্রস্তাবনা। এটা করা হলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য থাকবে না।' তিনি বলেন, 'নাগরিককে শিক্ষা দেয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে আসছে। তাদের পেছনে যে অর্থ সরকার বরাদ্দ করে, সেটাও পাবলিকের। এজন্যই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। তাই পারফরমেন্স অনুযায়ী বা অন্য কোনো কৌশলে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বঅর্থায়নে পরিচালনার নীতি আমার কাছে ভয়ংকর মনে হচ্ছে। এটা ভ্রান্ত নীতি হবে। এতে শিক্ষা সংকোচন হবে।' তবে অ্যালামনাই বা শিল্পোদ্যোক্তাদের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল গঠনের দিকটি সমর্থন করে তিনি বলেন, এ অর্থ ছাত্রছাত্রীদের আবাসন, লেখাপড়া ইত্যাদির পেছনে ব্যয় করতে হবে, অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়।

কৌশলপত্রে আরও বলা আছে, ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ছাত্র রাজনীতি নিরুৎসাহিত করা উচিত হবে না। কিন্তু এটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার, দেশ এবং জনগণের স্বার্থে পরিচালিত হবে। দেশের সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলের অনুগামী ও সম্পৃক্ত হওয়া উচিত নয়। শিক্ষার্থীর পাশাপাশি শিক্ষককেও মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এজন্য সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারাই বিবেচিত হবে।

এতে বলা হয়, ৩ হাজার ১১৯টি কলেজ নিয়ে চলমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের মোট উচ্চ শিক্ষার্থীর ৬০ শতাংশের দায়িত্ব পালন করছে। এত বড় গুরু দায়িত্ব পালনকারী এ বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তা ব্যবস্থাপনার জন্য একজন করে প্রোভিসি নিয়োগ করা প্রয়োজন।

কৌশলপত্রে এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন জেলা সদরের কলেজকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারি কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় ফেরত পাঠানোর প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম) একজন প্রোভিসির অধীনে পর্যাপ্ত জনবল ও অবকাঠামো সৃষ্টি করে কলেজগুলো পাঠানো উচিত। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষণ কার্যক্রম আধুনিকায়ন ও উন্নত করার কথাও আছে এতে।

কৌশলপত্রে বলা হয়, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের (আইএইউ) অধীনে আলিয়া এবং কওমি উভয় ধরনের মাদ্রাসা পরিচালনা করা প্রয়োজন।